SEO এবং
অনলাইনে জীবন বদলের গল্প

ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং, এসইও, ব্লগিং,
অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, এজেন্সি বিল্ডিং

এই যুগে বেকার বসে না থাকার টোটকা
(Latest Edition)

নাসির উদ্দিন শামীম

অদম্য প্রকাশ

উৎসর্গ

- আমার বাবা এবং মা, যারা আমার বিলাসবহুল চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন একটা সেক্টরে নিজের মতো কাজ করব বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেখানে গতানুগতিক অভিভাবকদের মতো করে বাধা হয়ে দাঁড়াননি।

- আমার স্ত্রী শারমিন রাবেয়া আর তিন ছেলে (শুদ্ধ, শৌর্য এবং স্বচ্ছ), যারা আমার রাত জেগে কাজ করার মতো সময় নিয়ে যত খামখেয়ালিপনা আর সংসারের অনেক বেসিক জিনিসগুলো উপেক্ষা করার মতো গুরুতর কর্মকান্ডগুলো দিনের পর দিন সহ্য করে যাচ্ছে।

ভূমিকা

বই লেখার ইচ্ছে আমার কখনোই ছিল না। আমার প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস আর বইয়ের প্রতি কয়েকযুগ ধরে চলা অন্যরকম একটা ভালোলাগা থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন জাগতিক ব্যস্ততা আর আলসেমি ইদানীং এই অভ্যাসের টুঁটি চেপে ধরেছে! তারপরেও আমার একসময় মনে হয়েছে - যতটুকু'ই বা জানি, বা যেসব অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে বসে আছি, কেউ না কেউ সেগুলো থেকে উপকৃত হতেও তো পারে!

আমি ব্যক্তিগতভাবে গল্পের ভক্ত। এজন্যই আমি বিজনেস বা ওইরকম কাঠখোট্টা টাইপের টপিকের বইগুলোতেও গল্পের খোঁজ করি। গল্প না থাকলে সেই বই আর আমার শেষ করা হয়ে উঠে না কখনোই।

ঠিক এই কারণেই এই বইয়ে আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্তরে ঘটে যাওয়া না বলা গল্পগুলোকে এক করার চেষ্টা করেছি। গল্পের সাথে সাথে বিভিন্ন সমস্যা, সমাধান এবং আপনি যদি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন তাহলে বিশেষ বিশেষ কাজ এবং মুহূর্তে কী কী করবেন - সেগুলোও আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

এই বইটা লেখা হতো না যদি না আমাদের NShamimPRO-এর মেম্বার সাইফুর রহমান ভাই আমাকে প্রায় জোর করেই লেখালিখির এই মহাসমুদ্রে নামিয়ে না দিতেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ NShamimPRO-এর সব সদস্যদের প্রতি। আমি কিছু কিছু লেখার আইডিয়া NShamim.Com-এর বাংলা ভার্সন থেকেও নিয়েছি - ওখানে ইয়াকুব নিপু সহ যারা নিয়মিত লিখছেন এবং হাবিব ভাই, ইসহাক ভাইসহ যারা তাদের সফলতার গল্পগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন - সবার প্রতি আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ!

এই বইয়ে আমি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলোর পাশাপাশি, অনলাইনে ক্যারিয়ার গড়তে যেসব কাজগুলো আমরা করি, প্রত্যেকটা কাজই চেকলিস্ট আকারে বলার চেষ্টা করেছি যাতে করে নতুন, পুরোনো, অভিজ্ঞ সবার কাছেই প্রত্যেকটা অধ্যায় বেশ কাজের মনে হয়।

আমি বিশ্বাস করি - এই বইটা সবাই পড়বে, তাদের জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে এবং সত্যিকারের সফল হয়ে আমাকে ভবিষ্যতে ইমেইল করবে বা ফেসবুকে অন্তত একটু নক দেবে।

আমি এটাও বিশ্বাস করি - আমার মতো বোকাসোকা মানুষ যদি এই অনলাইন সেক্টরে সফল হতে পারি, তাহলে পৃথিবীর যে কারো পক্ষে আরও অনেক ভালো করা সম্ভব। অনেক কিছু ভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করেছি যেটা সচরাচর বইয়ে আমি দেখিনি - সুতরাং আপনি বইটা পড়া শেষ করে নিজেকে একদম আলাদা একজন মানুষ হিসেবে দেখলে বা চিন্তা করলেও আমি অবাক হবো না।

দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায়, উন্নতিতে আর শুভকামনায়,

নাসির উদ্দিন শামীম
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা
NShamimPRO.com

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১ : অনলাইন দুনিয়া	১৫
অনলাইন দুনিয়া (এবং এই সেক্টরে আমার পদার্পণের গল্প)	১৫
অনলাইন ইনকাম কি ভুয়া?	১৮
বাংলাদেশে বর্তমানে অনলাইনে থেকে ইনকাম করেন এমন লোকের সংখ্যা, দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান	২১
অধ্যায়- ২ : ফ্রিল্যান্সিং	২৩
ফ্রিলান্সিং এবং আউটসোর্সিং কী? কাদের ফ্রিলান্সার বলা হয়?	২৩
চাকরি নাকি অনলাইনে কাজ? কোনটা করব?	২৪
ছাত্রাবস্থায় কীভাবে অনলাইনে কাজ শুরু করবেন? পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদির পাশাপাশি কি অনলাইনে কাজ বা ফ্রিলান্সিং করা যায়? বয়স কি কোনো সমস্যা?	২৮
অধ্যায়- ৩ : ডিজিটাল মার্কেটিং	৩৫
ডিজিটাল মার্কেটিং কী? ডিজিটাল মার্কেটিং কতভাবে করা যায়?	৩৫
যেকোনো ব্যবসায় ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা	৩৬
Free Digital Marketing এবং Paid Digital Marketing কী?	৩৮
অধ্যায়- ৪ : এসইও (SEO)	৩৯
এসইও (SEO) কী? এসইওর ইতিহাস	৩৯
এসইও ইন্ডাস্টি কত বড়? সামনের দিনে কি এই মার্কেট আরও বড় হবে? বা AI-এর যুগে ভবিষ্যৎই বা কেমন এই ইন্ডাস্ট্রির?	৪১
এসইও কত প্রকার ও কী কী?	৪৩
যেকোনো ব্যবসার জন্য এসইও কেন গুরুত্বপূর্ণ?	৪৫
এসইও থেকে কী কী উপায়ে ইনকাম করা যায়?	৪৭
অনলাইনে তো অনেক ইনকাম সোর্স আছে, কেন এসইও শিখব?	৫১

অধ্যায়- ৫ : নিশ এবং কিওয়ার্ড/টপিক রিসার্চ (Niche Selection & Keyword Research) ৫৩

নিশ কী? ৫৩

কিভাবে নিশ সিলেকশন করবেন? ৫৩

কোনো একজন যে নিশে সফল আপনিও কি সে নিশে কাজ করা শুরু করলে সফল হবেন? ৫৭

YMYL নিশ-লিস্ট (যেসব নিশে ব্লগিং শুরু করা উচিত হবে না, যদি না আপনার ওই নিশে সত্যিকারের এক্সপার্টাইজ না থাকে) ৫৭

কিওয়ার্ড কী? ৫৯

কিওয়ার্ড কত প্রকার ও কী কী? ৬০

কিওয়ার্ড ইন্টেন্ট বা Search Query Intent টা আসলে কী? ৬১

কিওয়ার্ড রিসার্চ বা টপিক রিসার্চ কীভাবে করতে হয়? ৬২

নিশ নিয়ে কিছু বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা ৬৪

এসইও টুলস যেমন Ahrefs বা SEMRush-এর KD এবং ট্রাফিক ডেটা থেকে কি শতভাগ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসইও বা ব্লগিং করা ঠিক হবে? ৬৭

অধ্যায়- ৬ : অন পেজ এসইও (On Page SEO) ৭০

কনটেন্ট (Content) ৭১

সিমান্টিক এবং মাইক্রো-সিমান্টিক এসইও (Semantic & Micro-Semantic SEO) ৭২

এসইও টাইটেল অপ্টিমাইজেশন (Title Optimization) ৭৪

মেটা ডেসক্রিপশন (Meta Description) ৭৫

H2 ট্যাগস এবং হেডিং ট্যাগস (H2 Tags & Heading Tags) ৭৬

লিংকিং (Internal Linking & External Linking) ৭৭

অধ্যায়- ৭ : টেকনিক্যাল এসইও (Technical SEO) ৭৮

রেসপনসিভ (Responsive) ওয়েবসাইট ৭৯

মোবাইল ফ্রেন্ডলিনেস (Mobile Friendliness) ৭৯

পেজ ইন্ডেক্সিং এবং ক্রল এরর (Page Indexing & Crawl Error Issues) ৮১

স্কিমা এবং স্ট্রাকচার্ড ডেটা Schema or Structured Data ৮৫
অধ্যায়- ৮ : অফ পেজ এসইও (Off Page SEO) ৮৭
অ্যাংকর ট্যাক্সট (Anchor text) কী? সঠিক Anchor Text Ratio কত? ৮৭
লিংক পাওয়া যায় সহজেই (Linkworthy Content Creation) এমন কনটেন্ট বানানো ৮৯
গেস্ট পোস্টিং (Guest Posting on Related Websites or Blogs) ৯০
কনটেন্টনির্ভর সোশ্যাল সাইট এবং অনলাইন কমিউনিটি ৯০
হারো লিংক বিল্ডিং মেথড (HARO Link Building Method) ৯১
ব্রোকেন লিংক বিল্ডিং (Broken or 404 Link Building) ৯২
অধ্যায়- ৯ : প্রয়োজনীয় কিছু ব্লগিং এবং এসইও টুলস ৯৪
ahrefs /Semrush/LowFruits.IO/Frase - ৯৪
Canva ৯৪
Google Keyword Planner ৯৫
Pixabay/Unsplash/Freepik/Pexels ৯৫
Buzzsumo ৯৫
Quora ৯৬
RankMath/Yoast ৯৬
Evernote/Google Keep/SaveToPocket ৯৬
Buffer/Content Studio/Publer ৯৭
Headline Analyzer ৯৭
GA Google Analytics/Monsterinsights ৯৭
অধ্যায়- ১০ : গুগল আপডেট (google Algorithm Updates) ৯৮
কীভাবে গুগল আপডেট থেকে আপনার সাইটকে রিকভার করবেন? ১০০
অধ্যায়- ১১ : ব্লগিং (Blogging) এবং আফিলিয়েশন (Affiliate Marketing) ১০২
এসইও/ব্লগিং/অ্যাফিলিয়েট মাইন্ডসেট ১০২
Step 01: ব্লগের জন্য নিশ সিলেকশন (Niche Selection) ১০৪

Step 02 : সাইটের ক্যাটাগরি নির্ধারণ (Category Selection) ১০৬
Step 03: কিওয়ার্ড রিসার্চ (Keyword Research) ১০৭
Step 04 ডোমেইন নাম নির্বাচন (Domain Research) ১০৭
Step 05: কীভাবে ডোমেইন এবং হোস্টিং কিনবেন? (Buying Domain & Hosting) এবং দুইটা কানেক্ট করবেন? ১০৯
Step 06: এক্সপায়ার্ড ডোমেইন বৃত্তান্ত ১১০
Step 07: কীভাবে ফ্রিতেই SSL ইন্সটল করবেন? (Installing SSL Certificate) ১১২
Step 08: কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে হয়? (Installing WordPress) ১১৪
Step 09: ওয়ার্ডপ্রেস থিম এবং প্লাগিন সেটআপ (WordPress Theme and Plugin Setup) ১১৭
Step 10: কীভাবে কনটেন্ট লিখব? (Content Writing) ১১৯
আর্টিকেল হেডলাইন কীভাবে লিখবেন? ১২০
আর্টিকেলের ভূমিকা কীভাবে লিখবেন? ১২১
কীভাবে কনটেন্টের বডি (মূল লেখাটা) লিখবেন? ১২২
অনুপ্রেরণামূলক উপসংহার কীভাবে ব্যবহার করবেন? ১২৩
আর্টিকেল রাইটিংয়ের জন্য যেসব ব্লগ এবং রিসোর্স ফলো করবেন ১২৪
জনপ্রিয় সব গ্রামার চেকারগুলোর লিস্ট ১২৪
কপি কনটেন্ট বা প্লাগিয়ারিজম চেক করার টুলস ১২৫
আর্টিকেল রাইটিং চেকলিস্ট ১২৫
Step 11: টেকনিক্যাল এসইও (Technical SEO for the blog) ১২৬
Step 12: কনটেন্ট পাবলিশিং উইথ অন-পেজ এসইও (Content publishing with on-page SEO) ১২৬
Step 13: কনটেন্ট রেশিও (Informative and Review Content Ratio) ১৩০
Step 14: ইন্টারনাল লিংকিং (Internal Linking) ১৩০
Step 15: সার্চ কনসোল (Google Search Console and Google Analytics setup) ১৩০
কীভাবে আপনার ওয়েবসাইট গুগল সার্চ কনসোলে অ্যাড করবেন? ১৩০

কীভাবে গুগল সার্চ কনসোল ব্যবহার করবেন? ১৩১
Step 16: সাইটম্যাপ বৃত্তান্ত (Sitemap Submission) ১৩৫
আপনার ওয়েবসাইটে কেন সাইট ম্যাপ প্রয়োজন? ১৩৫
যেভাবে সাইট ম্যাপ সাবমিট করবেন ১৩৫
Step 17: ইন্ডেক্সিং Indexing ১৩৫
Step 18 & 19: ব্যাকলিংক (Backlink Building) এবং সোশ্যাল শেয়ার ১৩৬
অধ্যায়- ১২ : অনলাইন থেকে টাকা আয়ের উপায় - Monetization ১৩৭
অধ্যায়- ১৩ : এসইও এজেন্সি বিল্ডিং ১৪৪
এজেন্সি কী? এসইও এজেন্সি কী? ১৪৪
এজেন্সির জন্য ভালো Website Building কীভাবে করব? ১৪৪
এজেন্সির টিম মেম্বার হায়ারিং (Team Member Hiring and Firing) ১৪৬
অনলাইন টিম মেম্বার এবং অফলাইন টিম মেম্বার (সুবিধা এবং অসুবিধা) ১৪৮
এজেন্সি টিম ম্যানেজমেন্ট (Agency Team Management) ১৪৯
এজেন্সি মার্কেটিং এবং ক্লায়েন্ট হান্টিং (Getting Clients Outside of Marketplaces) ১৪৯
টিম ম্যানেজমেন্ট (Team Management) ১৫২
সাপোর্ট এবং ক্লায়েন্ট ধরে রাখার উপায় (How To Keep Your Clients For Forever) ১৫৩
কীভাবে ক্লায়েন্টের পেমেন্ট আনবেন? ১৫৪
অধ্যায়- ১৪ : মার্কেটপ্লেস (Freelancing Marketplaces) ১৫৫
অধ্যায়- ১৫ : পেমেন্ট মেথড (Payment Method) ১৫৭
অধ্যায়- ১৬ : জীবন-সংগ্রাম এবং সফলতার মিশেল নিয়ে কিছু মানুষের গল্প ১৫৯
গল্প ০১ : হাবিবুর রহমান (Habibur Rahman) ১৫৯
গল্প ০২ : ইসহাক মজুমদার (Ishaque Majumder) ১৬৮
গল্প ০৩ : শহিদুজ্জামান শহিদ (Shahidujzaman Shahid) ১৭২
গল্প ০৪ : শিমুল মোল্লা (Shimul Molla) ১৭৪

অধ্যায়- ১৭ : Mindset Hacking। অনলাইনে ক্যারিয়ার গড়া এবং এই সেক্টরে চলার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা বা চিন্তাভাবনা উন্নত করার কিছু খোরাক ১৭৬

শুধুই শেখা নাকি তার প্রয়োগ। কোনটা জরুরি? ১৭৬

সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management) এবং পারেটো প্রিন্সিপল (Pareto) ১৭৮

আরাম এবং সফলতা। কোন স্টেজে আছেন আপনি? ১৭৯

এসইও/ব্লগিং/অ্যাফিলিয়েট মাইন্ডসেট (5 Things To Keep In Mind) ১৮১

আপনি সঠিক জিনিস নিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক পথে আছেন তো? ১৮৩

অনলাইনে ব্লগিং অথবা ফ্রিল্যান্সিংয়ে সফল না হওয়ার ৫টি কারণ (সমাধানসহ) ১৮৫

অধ্যায়- ১৮ : সামনের দিনগুলোতে অনলাইন ক্যারিয়ার নিয়ে কীভাবে আগাব? ১৮৮

অধ্যায়- ১ :
অনলাইন দুনিয়া

অনলাইন দুনিয়া (এবং এই সেক্টরে আমার পদার্পণের গল্প)

২০০৩ সাল।

আমি সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। গ্রামে থাকি। একদম অজোপাড়াগাঁ যাকে বলে। শহরের ছেলেপেলেরা এসএসসি বা এই ধরনের পরীক্ষার পর যেই লম্বা ছুটি থাকে, সেটা বিভিন্নভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়। অলস সময় যে কাটায় না এমনটা বলব না - তবে এর মধ্যেই কেউ হয়তো ইংরেজি শিখছে, কেউ গান বা নাচ শিখছে, ভালো কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে, কেউ বা ঘুরতে যাচ্ছে বাবা-মায়ের সঙ্গে।

আমার সে রকম কোনো সুযোগ ছিল না।

অলস বিকেলগুলো কাটাতে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা ওষুধের দোকান ছিল (গ্রামের সাধারণ ফার্মেসি যেমন হয় আর কী), ওরা আজকের কাগজ নামক একটা পত্রিকা রাখত। ওখানে নিয়মিত পত্রিকা পড়তে যেতাম। পত্রিকায় তখন আমার মূল আকর্ষণ ছিল বিনোদন পাতা, খেলার পাতা আর টেক পাতা। টেকনোলজি নিয়ে আলাদা পাতা ছিল ওটা কেন যেন আপন মনে হতো একটু বেশি। মনে হতো - আমার জন্যেই ঠিক এই পাতাটা বানানো হয়েছে।

তখনো পত্রিকার টেকনোলজি পাতা ছিল টুকটাক কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, বাইরের দেশের মানুষ টেক ব্যবহার করে কী কী করছে সেগুলো নিয়ে।

মনের অজান্তেই কীভাবে যেন এই জিনিসটার প্রতি আসক্ত হয়ে গেলাম। সাইবার ক্যাফে, ইন্টারনেট, ডায়াল আপ কানেকশন, মোবাইল ইন্টারনেট, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল, জিপিআরএস, ওয়াপ, ওয়েবসাইট, ইমেইল আইডি, কম্পিউটারের র‍্যাম-রম এসব শব্দ যেখানেই পাই - গোগ্রাসে গিলতে শুরু করি।

সাইবার ক্যাফে থেকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করার অপশন চালু হলো ধীরে ধীরে বিভাগীয় শহরগুলোতে। সেগুলোরও খবর পেলাম পত্রিকা পড়েই।

এসএসসি পরীক্ষার পরের এই বিশাল অবসরটা মোটামুটি - ঘুম, খেলাধুলা আর পত্রিকা পড়েই কাটিয়ে দিতে লাগলাম।

একটা সময়ে মোবাইল বা ডায়াল আপ কানেকশন দিয়ে করা মোবাইল বা ওয়াপ সাইট বেশ জনপ্রিয় হতে শুরু করল। কীভাবে বানানো যায়, কী কী থাকে এসব সাইটে - সবকিছু জানতে লাগলাম টেকনোলজি পাতা পড়ে। বাসায় যেহেতু কারও মোবাইল ছিল না বা আশপাশে সাইবার ক্যাফে ছিল না - সুতরাং এগুলো প্রয়োগ করার জন্য কোনো মাধ্যম ছিল না।

এসএসসির পর আমি পড়াশোনা করার জন্য চলে যাই টাঙ্গাইলে। কলেজটা শহরের মধ্যে হওয়ায় আমি ভর্তি হওয়ার বছরখানেকের মধ্যেই খোঁজখবর নিতে শুরু করি যে কোথায় কোথায় সাইবার ক্যাফে আছে যেখান থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। মোবাইল ফোন তখনো মানুষজনের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি।

পত্রিকা পড়ার অভ্যাসটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু হলো, কিন্তু সাইবার ক্যাফেতে সময় দেওয়াটা বাড়তে শুরু করল। প্রথম দিন সাইবার ক্যাফেতে ঢুকেই Peperonity সাইটে মোবাইলে ব্রাউজ করা যায় এমন একটা মোবাইল ওয়াপ সাইটে খুলে ফেললাম আমার নামে।

তারপর ধীরে ধীরে কীভাবে সার্চ করে পৃথিবীর যেকোনো জিনিস সম্পর্কে জানা যায় সেটা জানলাম, মাইস্পেস নামক একটা সোশ্যাল মিডিয়া ছিল একটা সেখানে কীভাবে বাইরের দেশের মানুষের সাথে বন্ধু হওয়া যায়, ইয়াহু চ্যাটে কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলা যায় সেগুলোতে পটু হয়ে উঠলাম। ফেসবুকটা তখনো জনপ্রিয় হয় নাই বাংলাদেশে। (২০০৬ - ২০০৭ সালের পরে ফেসবুক বাংলাদেশে ট্রাকশন পায়) - সুতরাং আমি এটা সম্পর্কে জানতে পেরেছি আরও অনেক পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়!

কয়েক বছর পর যখন নিজের মোবাইল হলো - তখন আমি নতুন এক দুনিয়ায় পা দিলাম। ইন্টারনেট দুনিয়া।

বন্ধুবান্ধব যখন মুভি দেখত, আড্ডা আর গসিপ নিয়ে ব্যস্ত - আমি তখন আমার দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে থাকতাম। অন্য দেশের সংস্কৃতি, বিনোদন, বিখ্যাত সব বই আর মুভি আর লাখো মানুষ এসে তাদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত শেয়ার করে এমন সব ফোরাম এবং কমিউনিটি সাইটের সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে লাগলাম।

অনলাইনে সবকিছু পাওয়া যাবে ফ্রি - এ রকম একটা মুভমেন্ট চলছিল তখন। সুতরাং ফ্রিতেই অনেকের এক যুগেরও বেশি অভিজ্ঞতা তাদের নিজেদের ব্লগে শেয়ার করতে লাগল, ফোরাম বা কম্যুনিটিতে মানুষকে টুকটাক সাহায্য করার প্রবণতা বাড়তে লাগল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোর্স সামারি পাবলিশ করতে শুরু করল, নিউজ

মিডিয়াগুলো অনলাইনে তাদের সব নিউজ দেওয়া শুরু করল - আর আমি সেসবে বুঁদ হয়ে থাকতে লাগলাম।

তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হিসেবে পকেটের অবস্থা ভালো থাকত না প্রায় সময়ই। সুতরাং ইন্টারনেটে যাই করি না কেন, যেভাবেই সময়ক্ষেপণ করি না কেন; কীভাবে এক্সট্রা কিছু ইনকাম করা যায় সেটার চিন্তা সব সময়ই মাথায় থাকত। প্রাইভেট টিউশনটা কেন যেন আমাকে টানত না। এর বাইরে যা কিছু করা যায় - তাই করব এমনটা মনে মনে ভাবতাম, চিন্তা করতাম - সব সময়।

গৌতম বুদ্ধের একটা কথা আছে - 'আমরা যা চিন্তা করি, যা মনে মনে ভাবি - আমরা তা'ই হই এবং অবশেষে সেটাই পাই'।

ইন্টারনেট ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়তে পড়তে এর মাঝে এমন কিছু লেখার সন্ধান পাই আমি, যেগুলো আমার জীবনের সবকিছু পরিবর্তন করে দিয়েছিল একদম। আমার চিন্তাভাবনা, মনন, আর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য - সবকিছু আরও ভালোভাবে বুঝতে শুরু করলাম।

আর ভবিষ্যতে কী করব, কীভাবে করব - সবকিছুর একটা সাধারণ ধারণা পেয়ে যাই।

অনলাইনেও কাজ করা যায় এবং টাকা উপার্জন করা যায় এমন কিছু লেখা প্রথম আমি পড়ি সামহোয়ারইনব্লগ নামক একটা বাংলা কমিউনিটি সাইটে।

পড়তে পড়তে আমি ভাবি - এ ও কী সম্ভব?

এই সম্পর্কিত সব ব্লগ পড়ে ফেলতে শুরু করলাম এক এক করে।

ইন্টারনেটে সার্চ করে করে এই ধরনের যত আর্টিকেল পাওয়া যায়, ব্লগ পাওয়া যায় সব পড়তে শুরু করলাম এক এক করে। যত ধরনের কমিউনিটি আছে - সব জায়গায় যোগ দিতে লাগলাম।

তত দিনে আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছি। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি হচ্ছে আমার জাগতিক পড়াশোনার বিষয়বস্তু!

আমার মতে - আপনি যত দিন না পর্যন্ত টাকা আয় করতে না পারছেন, পরিবারে কন্ট্রিবিউট না করতে পারছেন অথবা নিজের যাবতীয় খরচ নিজে বহন করতে না পারছেন তত দিন পর্যন্ত আপনি বেকার। কেউ বইপত্র পড়া, সার্টিফিকেট পাওয়া শিক্ষিত বেকার, কেউ পড়াশোনা না জানা বেকার- এইখানে মূল পার্থক্যটা শুধু এই একটা জায়গায়।

মূল্যবোধ বা আবেক বা ইচ্ছেশক্তি সবমানুষের মধ্যেই কম বেশি থাকে।

তাহলে - আসল পার্থক্যটা কোথায়?

পার্থক্যটা দক্ষতা, চিন্তাশক্তি আর উপার্জনক্ষমতায়।

আমি আমার অনলাইনভিত্তিক পড়াশোনা বাড়িয়ে দিলাম। ইতোমধ্যে ইন্টারনেটে বেশ পরিচিত এমন সবার বই ডাউনলোড করে (পিডিএফ ভার্সন) পড়তে শুরু করলাম। কীভাবে দক্ষ হওয়া যায়, সেই দক্ষতাটা কীভাবে অনলাইনে সেল করতে হয়, একটা জিনিস জানার পর সেটা কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়, টাকাই বা কীভাবে পাব, কীভাবে এই দক্ষতা-বেইজড বিজনেস স্কেলআপ করতে হয় - এসব জিনিস নিয়ে পড়াশোনা চলতে থাকল একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি।

কিছু একটা তো করতেই হবে।

পরিচিত হলাম ইন্টারনেট মার্কেটিং নামক বিশাল এক জগতের সাথে।

এত কিছু করা যায় ইন্টারনেটে! দিন দিন অবাক হওয়ার পরিমাণ বাড়তে লাগল।

ভাবলাম - এত দিন কোন দুনিয়াতে পড়ে আছি আমি! কত শত ঘণ্টা নষ্ট করেছি!

নিজের ওপর একটা জেদ চেপে বসল।

অনলাইন ইনকাম কি ভুয়া?

২০০৬ কিংবা ২০০৭ সাল।

মাসটাও ঠিক মনে নেই।

কোনো এক সকালবেলা আমি মতিঝিলের শাপলা চত্বরের আশপাশে ঘুরঘুর করছি। উদ্দেশ্য সোনালী ব্যাংক।

ইন্টারনেটে ভালো তথ্যের পাশাপাশি, ভালো মাধ্যমের পাশাপাশি প্রচুর স্ক্যামও হয়। যত বেশি শর্টকাট পথ তত বেশি স্ক্যাম। কষ্ট কম হয় এবং তুলনামূলক শর্টকাট একটা পথে আপনি বেশি আয় করতে পারবেন বা বেশি ভালো থাকতে পারবেন - এমন জিনিসের ট্র্যাপে মানুষ বিশ্বভ্রম্ক্ষাণ্ডে সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ অবদি পড়ে আসছে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

ইন্টারনেট মার্কেটিং তো বিশাল একটা ইন্ডাস্ট্রি। ব্লগিং, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং, ক্লায়েন্ট সার্ভিস বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো একটু সময়সাপেক্ষ বিষয়ের মাঝখান থেকে

একদম কষ্ট নাই, জাস্ট ক্লিক করলেই টাকা এমন পিটিসি সাইটের খপ্পরে পড়ে তাদের প্রিমিয়াম ভার্সনের টাকা দিতে আমি এসেছি সোনালী ব্যাংকে।

জাস্ট ক্লিক করলেই টাকা - আর প্রিমিয়াম ভার্সন কিনলে ডাবল টাকা - এই আবেদন ফিরিয়ে দিই কী করে!

কোনো এক বড় ভাইয়ের কাছে শুনেছি যে - সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখা থেকে বাইরে টাকা পাঠানো যায়।

সবেমাত্র আমি শুরু করেছি কাজ করা অনলাইনে - সুতরাং আমার কাছে এখনকার মতো কোনো ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারকার্ড ছিল না যে অনলাইনে পে করে দেব। সুতরাং - লোকাল ব্যাংকই ছিল ভরসা!

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকার পর ম্যানেজারিয়াল লেভেলের একজনের সাথে কথা বলতে পারলাম (প্রথম কয়েক ঘণ্টা ভয়েই জিজ্ঞেস করিনি কাউকে)। টাকা কেন পাঠাব, যাকে পাঠাব তার সাথে আমার সম্পর্ক কী, এর আগে কখনো টাকা পাঠিয়েছি কি না - এই ধরনের অনেক প্রশ্নের পর তাদের শেষ কথা ছিল এমন যে - আপনি বাংলাদেশ থেকে বাইরে টাকা পাঠাতে পারবেন না। বাংলাদেশের আইনে নাকি দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাঠানো যায় না।

অনেক চেষ্টার পরও আমি টাকা পাঠাতে পারিনি।

আদতে আমি অনলাইন জীবনের প্রথম স্ক্যাম হওয়া থেকে সিস্টেমের কারণেই বেঁচে যাই!

কারণ টাকা পাঠানোর পরও আমি ওই সব সাইট থেকে কোনো আয় করতে পারতাম না। পরে অনেক ফোরাম ঘেঁটে দেখি তারা অনেক মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এবং নগণ্য কারণে পিটিসি অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিয়েছে।

এই স্ক্যামিং নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে নতুন অনেক কিছু জানতে পারি যেগুলো আমাকে পরবর্তী সময়ে অনেক ধরনের স্ক্যাম থেকে বাঁচিয়েছে।

স্ক্যামওয়াচ (যারা স্ক্যাম রিপোর্ট ডেটা কালেক্ট করে) এর মতে ২০২২ সালেই সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫৭ কোটি ডলারের স্ক্যাম হয়েছে। ২ লাখ ৪০ হাজারের মতো স্ক্যাম ইভেন্ট তারা কালেক্ট করেছে। ২০২৩ সালে এই সংখ্যাটা কিছুটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪৬ কোটি ডলারে, যদিও যেখানে স্ক্যাম ইভেন্ট হয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজারের মতো।

তার মানে স্ক্যামারের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন।

এখন আমি অনলাইনে কোনো লেনদেন করার আগে বা কিছু কেনার আগে বা নতুন কোনো জায়গায় কাজ করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করি-

- যাদের সাথে লেনদেন করতে যাচ্ছি, তাদের কী কোনো ফেসবুক, গুগল বা লিংকডইন পেজ আছে? থাকলে সেগুলোর রিভিউজ সেকশনটাতে প্রথমেই চোখ বুলিয়ে নিই।

- ট্রাস্ট অ্যাডভাইজর বা এই ধরনের রিভিউ সাইটে কেউ এদের সম্পর্কে কোনো কিছু বলেছে কী?

- গুগল করে তাদের কোম্পানি সম্পর্কে জানি এবং ওয়েবসাইট দেখে বোঝার চেষ্টা করি - তাদের দ্বারা স্ক্যাম করা সম্ভব কি না।

- আমি যা করছি সেটা কি প্রচলিত এবং সার্বজনীন স্বীকৃত কোন পথের বাইরের শর্টকাট কিছু? শর্টকাটে ইনকাম বা লিগ্যাল সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু কেনা বা পাওয়ার চেষ্টাই করি না। যতবার চেষ্টা করেছি, ততবারই ধরা খেয়েছি!

আমি এখন যা আয় করি তার ১০০% অনলাইন থেকেই করছি। ব্লগ, সার্ভিস, অ্যাফিলিয়েট, প্রোডাক্ট সেলস, কনসালটেন্সি - সব আয়ের মাধ্যম এখন আমার পুরোপুরি অনলাইন।

কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে ভুল হয়!

কিছুদিন আগেও বেশ বড় অঙ্কের একটা স্ক্যামে (ভুয়া জিনিস) আটকে পড়েছিলাম।

সে গল্প বলব সামনের কোনো একটা চ্যাপ্টারে।

পড়তে থাকুন।

অধ্যায়- ২ :
ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিলান্সিং এবং আউটসোর্সিং কী? কাদের ফ্রিলান্সার বলা হয়?

আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং শব্দটার সাথে পরিচিত হই - তখন সারা বিশ্বে এই ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য বিখ্যাত একটা ওয়েবসাইট ছিল। নাম - GetACoder, এই নামটা দেখে আমি ভেবেছিলাম ফ্রিল্যান্সিং সম্ভবত যারা কোড করে বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানে; শুধু তারাই করে আর তাদেরকেই আমরা ফ্রিল্যান্সার বলি!

ফ্রিল্যান্সিং যে আমরা শুধু অনলাইনে করি - ব্যাপারটা তা নয়।

আবার শুধু যে প্রোগ্রামিং বা ডিজাইনিং বা মার্কেটিংয়েই ফ্রিল্যান্সিং করা যায় - ব্যাপারটা তা-ও নয়।

আমরা দৈনন্দিন স্বাভাবিক যে কাজগুলো করি যেগুলোতেও ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং জিনিসটা ঘটে।

ধরুন - আপনি পরিচিত কাউকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন বাজার করে আনতে (কারণ আপনার হাতে সময় নেই এবং বাজার অন্য কাউকে দিয়ে করানোর মতো টাকাও আছে)। তাকে বলে দিলেন সে বাজার থেকে কী কী আনবে, কত টাকা খরচ করবে এবং কখন আপনাকে সেটা পৌঁছে দিতে হবে। আপনি তাকে এই কাজের বিনিময়ে সম্মানী দিবেন।

এখানে আপনি যেটা করলেন - সেটা হচ্ছে আউটসোর্সিং! আর ওই লোকটা যে বাজার করে আনল তার কাজটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং।

আবার ধরুন আপনি একটা রেস্টুরেন্ট বিজনেস করেন। আপনার কম্পিটিটর যে আছে রাস্তার উল্টো দিকে - দেখলেন তার রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট আছে, ইন্সটাগ্রাম পেজ আছে - কিন্তু আপনার নাই এবং আপনি এ সম্পর্কে ভালো জানেনও না যে কীভাবে এসব বানাতে হয়।

আপনি একজনকে আপনার রেস্টুরেন্টের জন্যে ওয়েবসাইট বানানোর জন্যে বললেন এবং আরেকজনকে আপনার ফুড আইটেম এর ভালো ছবি তুলে ইন্সটাগ্রামে পাবলিশ করার জন্যে নিয়োগ দিলেন।

আপনার তো ওয়েবসাইট সারা জীবন ধরে বানাতে হবে না। কিংবা আপনার ফুড আইটেমের ছবি আপলোড করার জন্য তো ২৪ ঘণ্টার দরকার নেই। আপনি ওই এক্সপার্টের সাথে চুক্তি করলেন যে ২০ দিনে আপনার ওয়েবসাইট লাগবে আর ইন্সটাগ্রামের জন্য প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে সময় দিতে হবে।

ব্যস - এই প্রসেসগুলোর সাথে তো আমরা সবাই পরিচিত, ঠিক তো?

এখানে আপনি আউটসোর্সিং করলেন আপনার কাজটা একজন এক্সপার্টের কাছে।

কারণ আপনি এই বিষয়ে এক্সপার্ট না, নিজে শিখে করারও সময় নেই বরং কাজটা করিয়ে নিলে আপনি প্রফেশনাল একটা ওয়েবসাইট পেয়ে গেলেন। আর যেহেতু ব্যবসায়ী হিসেবে প্রাইস নেগোশিয়েট করতে জানেন ইতোমধ্যেই, কম্পেটিটিভ দামেই আপনার বিজনেস পুরোটা অনলাইন হয়ে গেল।

আর ওই এক্সপার্ট একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনাকে কাজটা করে দিল কারণ সে এই কাজটা জানে এবং এর আগেও এসব কাজ সে করেছে এবং সে তার প্রাপ্য সম্মানী আপনার কাছ থেকে পেল।

এই প্রসেসটাই হচ্ছে এক কথায় ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখন আপনি আপনার সময় এবং দক্ষতা সেল করবেন একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। কিন্তু একসময় আপনি যদি লেগে থাকেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে, তখন একা সবার কাজ করতে পারবেন না। তখনি আপনি একজন আউটসোর্সার হিসেবে আবির্ভূত হবেন! এজেন্সি বা অনলাইন ব্যবসার মালিক হবেন।

শূন্য থেকে মালিক বনে যাওয়ার প্রসেসটা নিয়েও আমরা কথা বলব!

পড়াশোনা চলতে থাকুক!

চাকরি নাকি অনলাইনে কাজ? কোনটা করব?

আমি আমার ইউনিভার্সিটি শেষ করার সাথে সাথেই বিজেএমসিতে (Bangladesh Jute Mills Corporation) চাকরি পেয়ে যাই। পোস্টিং পাই ঢাকা থেকে ২২০ কিলোমিটার দূরে খুলনায়।

প্রথম শ্রেণির অফিসারের চাকরি, স্বায়ত্তশাসিত নামকরা প্রতিষ্ঠান, থাকার জন্য অফিসার্স কোয়ার্টার, খাওয়া-দাওয়ার জন্যে অফিসার্স মেসের আলাদা বাবুর্চি, সরকারি হরেকরকম সুযোগসুবিধাসহ বেতন স্কেলটাও আমার মতো একজন ব্যাচেলরের জন্যে বেশ ভালো ছিল।